কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
জনসংযোগ বিভাগ
www.badc.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২০৭.১৬.০১৪.১৮-

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ডিএপি সারে কেজিতে দাম কমলো ৯ টাকা; প্রকৃত সাশ্রয় ১৬ টাকা

কৃষকের স্বার্থে ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমাতে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ডিএপি (ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট) সারের দাম প্রতি কেজিতে ৯ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করেছে। গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ বুধবার সচিবালয়ে সারের মূল্য হ্রাসের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি এ ঘোষণা দেন। এ সময় কৃষি সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জানুয়ারি ২০০৯ সালের পূর্বে ডিএপি সারের প্রতি কেজির দাম ছিল ৯০ টাকা। আওয়ামীলীগ সরকার গঠনের পর কয়েক দফায় ডিএপি সারের মূল্য কমিয়ে প্রতি কেজি ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিএপি সারের দাম ৯ টাকা কমিয়ে ডিলার পর্যায়ে প্রতি কেজি ১৪ টাকা ও কৃষক পর্যায়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিএপি সারের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষকের ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হবে শতকরা ৪০ ভাগ যা টাকার হিসেবে প্রায় ৭ টাকা। ফলে ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকের প্রকৃত সাশ্রয় হবে কেজি প্রতি ১৬ টাকা। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে এবং কৃষক লাভবান হবেন।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন, ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস ও ডিএপি সারের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি সেটি অনুমোদন করেন।

ডিএপি সারের দাম কমানোর কারণে এ সারের ব্যবহার আরো বাড়বে। ডিএপি সারে টিএসপি ও ইউরিয়া এ'দুটি সারের গুণাগুণ থাকে বলে এতে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমবে। যে কোন ফসল বপন বা রোপনের আগে মাটিতে ডিএপি সার ব্যবহার করলে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়। সহজেই এ সার জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়। জমিতে পটাশ, সালফার, বোরোন এসব সারের প্রয়োজন থাকলে এগুলোর সাথে ডিএপি সার মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে। আলু আবাদে টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ১৫-২০ ভাগ ইউরিয়া কম লাগে। এতে আলুর ফলন বেশি হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে যায়। এ সার প্রয়োগ করলে গাছ শক্তিশালী হয়। ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও ফসল পুষ্ট হয়। ডিএপি সার পরিমান মতো ব্যবহারে মাটির কোন ক্ষতি হয় না।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় জিটুজি পদ্ধতিতে সৌদি আরব ও মরক্কো হতে ডিএপি সার আমদানি করে। আমদানিকৃত সার বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট

ভর্তুকি মূল্যে বিক্রী করা হয়। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানি করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে।

সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ডিএপি সারের মূল্য কেজি

প্রতি ৯ টাকা কমানোর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি-কে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পরিবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ জুলফিকার আলী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা
বিএডিসি, ঢাকা
ফোন: ৯৫৫২২৫৬
ই-মেইল: pro@badc.gov.bd